যুগান্তর

তারিখ 17 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে ঋণ নয়

বিএম জাহাঙ্গীর

সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কোন ঋণ পাওয়া যাবে না। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে প্রণীত আইনও কার্যকর করা হবে। এ বিষয়ে শিগগির সরকারি সার্কুলার জারি করা হবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মেট-২'এর পাইলট প্রকল্প থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ধারণা নিচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি ৭৯ ভাগের পরিবর্তে শতভাগ নিশ্চিত করতে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট আজ পেশ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী আগামীকাল মানিকগঞ্জে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং প্রকল্পের সুপারিশ সারাদেশে কার্যকর করার ঘোষণা দেবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নয় : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

নয় : ঋণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মেট-২ (ম্যানেজিং এট দ্য টপ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অষ্টম ব্যাচের 'টিম-ই' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করার ওপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ৬ সদস্যের প্রকল্প টিমের প্রধান ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী আখতার হোসেন। সদস্যরা হলেন— প্রাইমারি শিক্ষা মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকা পরিচালক (যুগ্ম সচিব) রতন কুমার রায়, বিএপিটিসি'র পরিচালক মাহমুদুল হক, ইপিবি'র একটি কর্মসূচির ডিপিডি আবদুর রউফ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন এবং ড. মোঃ আবদুস সালাম। সরকারি অর্থায়ন ছাড়াই গত ফেব্রুয়ারি মাসে তারা এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। এ প্রকল্পের জন্য বেছে নেয়া হয় মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার বিনোদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। চার মাসব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রম রোববার শেষ হয়েছে। আজ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে মেট-২ পরিচালনা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পের রিপোর্ট পেশ করা হবে।

প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, বিনোদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ৪২৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪২ ভাগ নিয়মিত স্কুলে আসত না এবং স্কুলে আসার যোগ্য শতাধিক শিশু স্কুলে ভর্তিই হয়নি। কর্মকর্তাদের নেয়া কর্মপরিকল্পনার সুফল হিসেবে এখন ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে আসে এবং যারা ভর্তির বাইরে ছিল তাদের প্রায় প্রত্যেককে স্কুলে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল— অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ, শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতাদের সচেতন করতে উঠান বৈঠক, স্কুলে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি সুফল তুলে ধরা, এ সংক্রান্ত সরকারের আইন-কানুন ও জরিমানা সম্পর্কে জ্ঞানদান, সমাজসচেতন ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভা, উদ্বুদ্ধকরণ সামাজিক কমিটি গঠন, সফল কমিটিকে পুরস্কার প্রদান এবং স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। স্থানীয় বিভিন্ন এনজিও ছাড়াও স্বল্প সুদে বিআরডিবি, যুব উন্নয়ন অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ঋণ দিয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পাইলট প্রকল্পটির অভূতপূর্ব সাফল্যজনক এ উদ্যোগ সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। সরকারিভাবে ছাড়াও যেসব এনজিও ঋণ দিয়ে থাকে, তাদের ঋণ প্রদানের শর্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে বলা হবে। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হবে। এছাড়া উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক কিছু দায়িত্ব বেঁধে দেয়া হবে। থানা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী শিক্ষা অফিসারের কাজের ধরন একটি নির্দিষ্ট ফরমেটের মধ্যে আনা হবে। সরেজমিন পরিদর্শন ছাড়া ফরমেট পূরণ করা সম্ভব হবে না। এছাড়া ১৯৯০ সালে প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইনটি বাস্তবিক অর্থে কার্যকর করা হবে। এ আইন অনুযায়ী স্কুল কমিটি এবং অভিভাবক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ২শ' টাকা জরিমানা করা হবে। আইনটি এতদিন অকার্যকর ছিল।

এদিকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী আখতার হোসেন রোববার যুগান্তরকে বলেন, তাদের প্রকল্পে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে। এখন এ প্রকল্পের ধারণা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে। সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেজন্য মেট প্রকল্প থেকে অর্জিত সাফল্য মডেল হিসেবে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

বর্তমানে সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০ হাজার ৪০১টি। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ ২৫ হাজার ৬৫৮। তাদের মধ্যে গড়ে ২১ ভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে যায় না। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৬০ ভাগের নিচে।